সংবাদ

তারিখ ... JUL 26 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ .....

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ-পদোন্নতিতে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের উদ্যোগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও অনুমোদিত পদের বিপরী অতিরিক্ত নিয়োগ এবং অপ্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছে বলে খবরে প্রকাশ। এর জন্য প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে অর্থ সঙ্কুলানের সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি বিধি-নিষেধের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে। নি পদোন্নতির ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বহুদিন থেকেই নিন্দার মুখে হচ্ছে। তবে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও এ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য মাঝে মধ্যেই অভিযুক্ত হ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকার ৬টি বি বিধি-নিষেধ জারি করেছে : এক. সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে শুধু পূর্ব অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে অন্ত শূন্যপদে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমে জনবল কাঠামোর বাইরে কোন লোক নিয়োগ করা যাবে না। দুই. অনুমোদিত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি মেনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত লোক নি দেয়া যাবে না। তিন. অনুমোদিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ ছাড়া অন্য কোন পদে উপাচার্য অস্থায়ী (এড নিয়োগ দিতে পারবেন না। চার. সিন্ডিকেটে নতুন পদ সৃষ্টি, জনবল কাঠামোতে পদ অন্তর্ভুক্তি এবং সেসব নিয়োগ বন্ধ থাকবে। পাঁচ. অনুমোদিত পদের অতিরিক্ত কোন পদের জন্য কিংবা নতুনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত মঞ্জুরি কমিশন কোন বাজেট বরাদ্দ করবে না। ছয়. কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তার অভাবে যদি ি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ম কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত নিয়োগ ও পদ সৃষ্টির ওপর যেসব বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে সে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই মেনে চলার কথা। এসব ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের ফলেই আর্থিক অনিয়ম ও নি দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়ে অনিয়ম ও দুর্নী আশ্রয় নিয়েছে। এসব দেখাশোনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থাকলেও কমিশনের কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মানা প্রয়োজন মনে করে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কর্তৃত্বও বিশ্ববিদ মানতে চায় না। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন সময়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গেছে। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' করে রাখার ফলেই নিয়োগ ও পদোন্নতি অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ বিধিনিষেধ জারির পর ইউজিসি তার কর্তৃত্ব পাবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন। অন্য বড় প্রশ্ন হলো, স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অনুমোদনহীন পদে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ পেয়েছেন ত কী হবে। এদের বৈধ করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধিনিষেধ অর্থহীন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে যেসব প জন্য বাজেট বরাদ্দ নেই, তাদের জন্য টাকা-পয়সা আসবে কোত্থেকে। সরকারের জারি করা বিধিনিষেধ যদি কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই কার্যকর করা যায় তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরি কিছুটা হলেও ফিরে আসতে পারে। সবকিছু নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অসৎ উদ্দেশ্যে যারা অনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া এবং কোন অবস্থাতেই বা কারও নির্দেশেই ব্যতিক্রমের ত